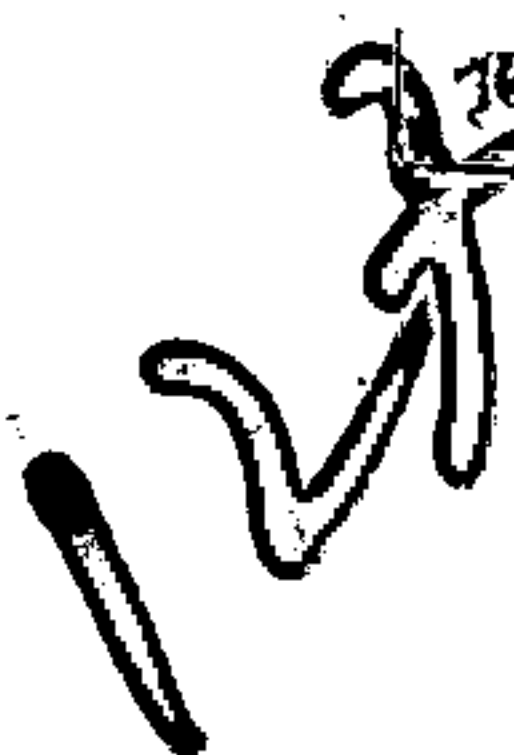




৫২০ জন ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর আবেদন

আমরা ১৯৯২ সালের বিএ, বিএসসি, বিকম পাস পরীক্ষার্থীবৃন্দ, আমাদের পরীক্ষা এখন থেকে আরো ৩-৪ মাস আগে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছেন। ফলে আমরা সেশন জটের রোগে ভুগছি। কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করেছেন। কিন্তু পরীক্ষার রুটিন পেয়েও আমাদের মনে স্বস্তি নেই। কারণ আমরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে শুনেছি ডিগ্রী পরীক্ষা শুরুর দিন থেকে কলেজ শিক্ষক মহোদয়গণ তাদের বিভিন্ন

দাবী নিয়ে কর্ম বিরতি আরম্ভ করবেন। শিক্ষক মহোদয়গণ আন্দোলন চালিয়ে গেলে অপর পক্ষে কর্তৃপক্ষ ঘোষিত রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করলে পরীক্ষা পরিচালনা করবেন বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। প্রতি বছর দেখা যায় আমাদের ছাত্রদের বিভিন্ন ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষক মহোদয়গণ আন্দোলনে আসেন। ন্যায়সংগত আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু আমরা আপনাদের সন্তান বিগত দিন শিক্ষা প্রদান করে পরীক্ষার উপযুক্ত

শিক্ষার্থীদের

করে তুলে পরীক্ষার সময় আপনারা আমাদের বিপদে ফেলে অন্যের হাতে তুলে দিবেন তা আমরা মানতে পারি না। শিক্ষকদের সাথে শিক্ষা নিয়ে ছাত্রদের সম্পর্ক থাকতে পারে অন্য কোন মহলের সাথে নয়। আমরা শিক্ষক মহোদয়দের অধীনে পরীক্ষা দিব এটাই আমাদের দাবী। আমাদের আকুল আবেদন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিক্ষক মহোদয়দের দাবী-দাওয়া থাকলে সে সম্পর্কে পরীক্ষার আগেই যেন একটা সমঝোতায় আসা হয়। তাছাড়া

আগামী ১০ ও ১১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন এদিন ডিগ্রী পরীক্ষা আছে। উক্ত তারিখে পরীক্ষার সময় পরিবর্তন না করার জন্য আবেদন করছি।

—নাইন আহমেদ মমতাজী, আরিফ আহমেদ সরকার, আবু হানিফ মোল্লা, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মাসুদুর রহমান, মাসুদ, মাহাবুবুল আলম, লাইলা, তাসলিমা, নজরুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন দুলাল প্রমুখ।

সকল
পত্রে
বিভিন্ন
হচ্ছে।

সাপ ভুল
স্বত্বকে না
য সতর্ক

(শোভন)